কুমারসম্ভবম্

১। কুমারসম্ভবের পাঠ্যাংশ অনুসরণে পার্বতীর তপস্যার বর্ণনা দাও।

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের নায়িকা পার্বতী ভগবান্ শিবশঙ্করকে পতিরূপে লাভ করতে সচেষ্ট। তিনি প্রথমে রূপ ও যৌবনের মোহে নিজের অভীষ্ট পূরণের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর একাজে দেবগণের সমর্থনরূপ কামদেবকে পেয়ে ছিলেন। কামদেব পঞ্চশরে যোগীরাজ শিবশঙ্করকে বিদ্ধও করেছিলেন। কিন্তু পরিণতিতে হরকোপানলে কামদেব ভস্মীভূত হলে পার্বতী রূপের অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক তপস্যায় সিদ্ধিলাভ তথা শিবশঙ্করকে পতিরূপে পেতে প্রয়াসী হয়েছেন।

কন্যা পার্বতীর মনোভাব জেনে জননী মেনাদেবী তপঃজীবনের ভঙ্করতা চিন্তা করে পার্বতীকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পার্বতী তাঁর সঙ্কল্পে অটল। পার্বতী সহচরীদের মাধ্যমে পিতা গিরিরাজ হিমালয়কেও সঙ্কল্পের কথা জানান এবং তপস্যা ও অরণ্যবাসের অনুমতি প্রার্থনা করেন। পিতা হিমালয় কন্যা পার্বতীর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অনুভব করে কন্যাকে আর নিষেধ করেন নি। পিতার অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে সখীদের সাথে হিমালয়ের এক শিখরে পার্বতী তপস্যার জন্য গমন করেন। পরবর্তীকালে হিমালয়ের সেই শিখর গৌরীর নামানুসারে গৌরীশিখর নামে অভিহিত হয়। শিখরটি হিংস্র শ্বাপদমুক্ত ও ময়ূর পরিবেষ্টিত —*জগাম গৌরী শিখরং শিখণ্ডিমৎ।*

তপস্যার জন্য পার্বতী পূর্বের রাজাভরণ পরিত্যাগ করে অরুণরাগে রঞ্জিত কষায় পরিধান করেন, কেশকলাপের পরিচর্যা পরিহার করে মস্তকে ধারণ করেন জটা। তিনি কোমরে ধারণ করেন মৌঞ্জীমেখলা। সমস্তরকম প্রসাধন বর্জন করে হাতে তুলে নিলেন অক্ষমালা। রাজকীয় শয্যায় শুয়ে যিনি পুষ্পের আঘাতেও ব্যাথা অনুভব করতেন সেই পার্বতী ব্রহ্মচর্যপালনের জন্য ভূমিতে শয়ন করছেন, বাহুলতাকে পরিণত করেছেন উপাধানে। তিনি নায়িকাসুলভ বিলাস চেষ্টা ও দৃষ্টিচাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে তপঃসাধনায় মগ্ন হয়েছেন—

লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং
বিলোল দৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু।

পার্বতী এখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। সর্বজীবে সমদর্শন ওই আশ্রমের অন্যতম আদর্শ। সেই আদর্শের অনুসরণে আশ্রমের চারাগাছ গুলিকে অপত্যস্নেহে পার্বতীপালন করছেন। আশ্রমের হরিণ প্রভৃতি আরণ্যক প্রাণীদের নীবারধান্যে তিনি পরিপালন করছেন। তপঃজীবনের নিয়ম মেনে পার্বতী স্নান করে হোমকার্য সম্পাদন করেন। তাঁর এই নিয়মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণও ধর্মতত্ত্ব জানার জন্য পার্বতীর নিকটে আসতেন— *'ন ধর্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে'।*

पञ्चमः सर्गः

পার্বতীর তপস্যার প্রভাবে হিংস্রপ্রাণীগণ হিংসা পরিত্যাগ করে শান্তভাবে বাস করছে, আশ্রমের বৃক্ষ সকল ফুলে ফলে পরিপূর্ণ এবং কুটিরে কুটিরে প্রজ্বলিত হচ্ছে হোমবহ্নি। সাধারণ নিয়মে তপস্যায় অভীষ্টসিদ্ধি বিলম্বিত হতে পারে ভেবে পার্বতী কঠোরতর তপস্যায় উদ্যোগী হয়েছেন। গ্রীষ্মকালে চতুর্বিধ ভৌম অগ্নির মধ্যবর্তী হয়ে পার্বতী একদৃষ্টে জ্বলন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে পঞ্চতপা সাধনা করছেন। তপস্যাজনিত ক্লেশে পার্বতীর চোখের নীচে কালিমা পড়েছে। বৃক্ষবৃত্তি অবলম্বনে তিনি আহার ত্যাগ করেছেন। বর্ষাকালে বৃষ্টির মধ্যে শিলাখণ্ডের উপর শায়িত থেকে এবং শীতকালে জলের মধ্যে বসে পার্বতী সাধনা করছেন—

মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষত পদ্মসম্পদাং সরোজ-সন্ধানমিবাকরোদপাম্।।২৭।।

তপস্যার চূড়ান্ত পর্যায়ে বৃক্ষপত্র ভক্ষণও পরিত্যাগ করে পার্বতী অপর্ণা নামে খ্যাত হন। কৃচ্ছসাধনায় তিনি পূর্বের সমস্ত সাধকদের অতিক্রম করেছেন। অবশেষে পার্বতী তাঁর কঠোর তপস্যার ফল লাভ করেন। স্বয়ং শিবশঙ্কর ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে পার্বতীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন—

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্ জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েণ তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা।।৩০।।

तथा समक्षं दहता मनोभवं
पिनाकिना भग्नमनोरथा सती।
निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती
प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता।। १।।

বাংলা ব্যাখ্যা : মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গ থেকে আলোচ্য শ্লোকটি সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য শ্লোকটি হিমালয়কন্যা পার্বতীর তপস্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

পার্বতী—হিমালয়কন্যা; তথা—পূর্বোক্তভাবে; সমক্ষম্—সম্মুখে; মনোভবম্—মদন অর্থাৎ কামদেবকে; পিনাকিনা—মহাদেবের দ্বারা; দহতা—দগ্ধীভূত হতে দেখে; ভগ্নমনোরথা সতী—হতাশ হয়ে; হৃদয়েন—মনে মনে; রূপম্—নিজের রূপলাবণ্যকে; নিনিন্দ—ধিক্কার দিতে লাগলেন; হি—যেহেতু; চারুতা—সৌন্দর্য; প্রিয়েষু—প্রিয়জনের; সৌভাগ্যফলা—প্রেমলাভেই সার্থক (হয়)।

একদিন দেবর্ষি নারদ হিমালয়ের বাড়িতে আসেন। সেখানে পার্বতীকে দেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন—পার্বতী শিবকে পতিরূপে লাভ করবেন। তখন মহাদেব হিমালয়ে তপস্যায় রত ছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে কামদেব পার্বতীর প্রতি ধ্যানমগ্ন শিবকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। পার্বতী নিশ্চিত ছিলেন যে নিজ সৌন্দর্যের দ্বারা ও কামদেবের সহায়তায় শিবের মন জয় করতে পারবেন। কিন্তু পার্বতীর আশালতা সমূলে উৎপাটিত হল। চিত্তবৈকল্যের কারণ জেনে মহাদেব তাঁর ললাটস্থিত তৃতীয় নয়ন থেকে নির্গত ক্রোধাগ্নিতে কামদেবকে ভস্মীভূত করলেন। স্বচক্ষে এই করুণ দৃশ্য দেখে পার্বতী ভগ্নমনোরথা হয়ে নিজ রূপের নিন্দা করলেন। রূপলাবণ্য সর্বদা প্রিয়জনের মনে উৎসুক্য এবং প্রীতি উৎপাদন করে। তাই বলা হয়েছে—"সজ্জল্পনসন্নিরীক্ষণসদ্‌গমনানীতি বদন্তি লাবণ্যম্"।

অন্যথা সেই রূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যদি কোনো এক উদ্ভিন্নযৌবনা রমণী দেহসৌন্দর্যের দ্বারা প্রিয়জনের প্রেম উৎপাদন করতে না পারেন, তাহলে সেই সৌন্দর্যের কোনো দাম নেই। পার্বতীও চিন্তা করেছিলেন—মহাদেবের সৌভাগ্য লাভ ছাড়া সৌন্দর্য ব্যর্থই। তাই তিনি নিজস্ব রূপলাবণ্যের ধিক্কার করেছিলেন।

আলোচ্য শ্লোকে বংশস্থবিল ছন্দঃ এবং অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

অধ্যাপক যদুপতি ত্রিপাঠী ও জ্ঞানেশরঞ্জন ভট্টাচার্য: সম্পাদিত 'স্নাতক সংস্কৃত দিশারী' গ্রন্থ থেকে ছাত্রছাত্রীদের উক্ত তথ্য দিতে পেরে আমি মাননীয় সম্পাদকমন্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদান্তে,

অমিত গঙ্গোপাধ্যায়,

সংস্কৃত বিভাগ

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁ